যুগান্তর

তারিখ 20 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

জবি ছাত্রলীগ

মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি দিয়েই তিন বছর

হুমায়ুন কবির, *জবি*

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা ছাত্রলীগের এক বছরের কমিটির মেয়াদ চার বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে। এ মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি দিয়েই তিন বছর ধরে চলছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কার্যক্রম। কেন্দ্রীয় কমিটি সম্মেলনের সময় (৬ সেপ্টেম্বর) নির্ধারণ করে চিঠি দিলেও কোনো ধরনের প্রস্তুতি নেননি জবি শাখা ছাত্রলীগের নেতারা। ফলে নেতাকর্মীদের মাঝে চরম হতাশা বিরাজ করছে। ভেঙে পড়ছে সাংগঠনিক সব কার্যক্রম। সংগঠনকে সক্রিয় রাখতে নতুন কমিটি গঠনের জোর আহ্বান জানিয়েছেন সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা।

জবি ছাত্রলীগের সর্বশেষ কমিটি হয় ২০১২ সালের ৩ অক্টোবর। এতে সভাপতির দায়িত্ব পান এফএম শরিফুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক এসএম সিরাজুল ইসলাম। নিয়ম অনুযায়ী ২০১৩ সালের ৩ অক্টোবর এ কমিটির মেয়াদ শেষ হয়। সেই মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি দিয়েই চলছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কার্যক্রম। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেও কাউন্সিল বা নতুন কমিটি ঘোষণা দেয়ার ব্যাপারে কোনো তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। অভিযোগ রয়েছে, বর্তমান কমিটির বেশিরভাগ নেতারই ছাত্রত্ব শেষ এবং অনেকে বিবাহিত, সন্তানের বাবা ও চাকরিজীবী।

বর্তমান কমিটির নেতাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ড, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, অস্ত্র মামলা, শিক্ষককে অস্ত্র ঠেকিয়ে টেন্ডার ছিনতাইসহ নানা অভিযোগ রয়েছে। সর্বশেষ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদতবার্ষিকীতে বর্তমান

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি দিয়েই তিন বছর

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কমিটি কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেনি। উল্টো তারা সেখানে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার ফাঁসি দাবি করে, যেটি সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র সমালোচিত হয়।

ছাত্রলীগের একাধিক নেতাকর্মী জানান, জবির নতুন হলের টেন্ডার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বাণিজ্য করতে বর্তমান কমিটি বহাল রাখার জন্য বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ে লবিং চালাচ্ছে এসব নেতা। এছাড়া আরও বিভিন্ন অনিয়মে জড়িয়ে পড়েছেন তারা। সম্মেলন বা নতুন কমিটি ঘোষণা না দেয়ায় একদিকে যেমন ঐতিহ্যবাহী এ ছাত্র সংগঠনটি সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে তরুণ নেতাকর্মীদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। কমিটির মেয়াদ শেষ হলেও গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কমিটির মেয়াদ বাড়ানোর যে আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে সেটাও সম্পন্ন করেননি তারা। ফলে মেয়াদোত্তীর্ণ অবৈধ কমিটি দিয়েই চলছে জবি ছাত্রলীগের কার্যক্রম। সূত্র জানায়, নতুন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যারা এগিয়ে আছেন তারা হলেন— সাইদুর রহমান জুয়েল, সাইফুল্লাহ সুমন, মিজানুর রহমান মিজান, তরীকুল ইসলাম, হারুনুর রশীদ, তানবীর রহমান, কামরুল হাসান, আনিসুর রহমান শিশির, জহির রায়হান আগুন, শামীম, হাওলাদার রানা, তৌকির আহমেদ ও ইব্রাহীম প্রিন্স।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সংগঠনের একাধিক শীর্ষ নেতা অভিযোগ করেন, সময়মতো সম্মেলন বা কমিটি না করে বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছাত্রলীগের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার চেষ্টা করছেন। তাদের অভিযোগ, সম্মেলন বা নতুন কমিটি যাতে না হয় সেজন্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক নেতাদের সঙ্গে লবিং করছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এসএম সিরাজুল ইসলাম বলেন, শোকের মাসের কারণে নতুন কমিটির সম্মেলনের প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এছাড়া ঈদুল আজহার কারণেও আমরা প্রস্তুতি নিতে পারিনি।

মেয়াদোত্তীর্ণ বা নতুন কমিটি সর্ম্পকে জানতে চাইলে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসাইন যুগান্তরকে বলেন, নির্ধারিত সময়ে নতুন কমিটি ঘোষণা দেয়ার কথা থাকলেও ঈদ ও ক্যাম্পাস বন্ধ থাকায় তা সম্ভব হয়নি। তবে আগামী মাসে জবি ছাত্রলীগের নতুন কমিটি দেয়ার চেষ্টা করব।